আজকের কাগজ

তারিখ 27 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

দু'টি মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর থানা নির্বাহী কর্মকর্তা দু'টি মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে চাকরি থেকে ইস্তফাদানকারী শিক্ষকের নামে অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করার অভিযোগে জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগে পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করেছে। সাদুল্যাপুর থানার কিশমত বাগচি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মওলানা এ, কে, এম নূরুল আমিন গত ১৯৮৪ সালে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। পরে উক্ত শিক্ষক ১৯/২/৮৪ তারিখ চৌধুরাণী ফাতিহীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার পিয়ন পদে চাকরিতে যোগদান করে। কিন্তু কিশামত বাগচি দাখিল মাদ্রাসার সুপার সহকারী মওলানা আমিনের ইস্তফা গোপন করে অক্টোবর ১৯৯০ পর্যন্ত এমপিও মূলে অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। সাদুল্যাপুর থানার নির্বাহী কর্মকর্তা তদন্ত সাপেক্ষে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগে গত ২৯ ডিসেম্বর '৯২ একটি মামলা দায়ের করেন। অপরদিকে কৃষ্ণপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষিকা সামছুন্নাহার গত ২৮/৭/৯২ তারিখে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। পরে একই তারিখে উক্ত শিক্ষিকা মহিষবান্ধি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগদান করে। কিন্তু কৃষ্ণপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার আঃ হামিদ সহকারী শিক্ষিকা সামছুন্নাহারের ইস্তফা গোপন করে কর্তৃপক্ষের অগোচরে নিয়মিতভাবে এমপিও মূলে বেতন ও ভাতা ৩০/১০/৯২ পর্যন্ত উত্তোলন করে আত্মসাৎ করে। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাদুল্যাপুর থানার নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষ্ণপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগে গত ৪ জানুয়ারি '৯৩ তারিখে একটি মামলা দায়ের করেছে। এ ব্যাপারে জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মামলা দায়েরের কথা স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে তদন্ত করছেন বলে জানান। গাইবান্ধা থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস জুয়েল।